যুগান্তর

তারিখ ... 04 JUL 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

রাজধানীতে স্কুলবাস সার্ভিস

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী স্কুলবাস সার্ভিস চালুর উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে তা রাজধানীর যানজট নিরসনে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। লক্ষ্য করা যায়, রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলের সামনে স্কুল শুরু ও ছুটির সময় যানজট বেড়ে যায়। শিক্ষার্থীদের আনা-নেয়ার জন্য ব্যবহৃত ব্যক্তিগত গাড়ির কারণে স্কুলগুলোর আশপাশেও যানজট প্রকট আকার ধারণ করে। কেবল শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও স্কুলে আসা-যাওয়ার সুবিধার্থে গাড়ি কিনেছেন, এমন অভিভাবকের সংখ্যাও কম নয়। পাবলিক বাসে রাজধানীর শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাওয়া-আসার সুযোগ বাড়লে অভিভাবকদের ব্যক্তিগত গাড়ি কেনার প্রবণতা কমবে। রাজধানীর সড়কের তুলনায় ইতিমধ্যে গাড়ির সংখ্যা কত বেড়েছে, এ বিষয়ে গবেষণা হওয়া উচিত। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হলে রাজধানীর যানজট নিরসনে ইতিবাচক ফল মিলতে পারে। যানজট নিরসনে আরও কিছু পদক্ষেপ নেয়ার কথা ভাবা যেতে পারে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হল, রাজধানীর প্রতিটি এলাকায় মানসম্মত স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এতে বিশেষ কিছু স্কুল-কলেজে ভর্তি যুদ্ধের অবসান হবে। নিজ এলাকায় মানসম্মত স্কুল-কলেজ না থাকায় কোন কোন শিক্ষার্থীকে শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে হয়। এভাবে একজন শিক্ষার্থী কেবল যানজট বৃদ্ধিতেই ভূমিকা রাখে না, এতে সেই শিক্ষার্থী ও তার অভিভাবকদের দুর্ভোগও বাড়ে। যেসব শিক্ষার্থীর দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়, তাদের ঘনঘন অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কাজেই প্রতিটি পাড়ায় মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের কোচিং সেন্টার নির্ভরতাও যানজট বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। এ ব্যাপারেও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। যানজটের কারণে প্রায় সব মহানগরীতেই স্থবিরতা বাড়ছে। তাই স্কুলবাস সার্ভিসের উদ্যোগ অন্য বড় শহরগুলোতেও নিতে হবে ক্রমান্বয়ে। এ কার্যক্রম কেবল স্থলপথে সীমাবদ্ধ না রেখে জলপথেও এর বিস্তৃতি ঘটালে ইতিবাচক ফল মিলবে। জলপথ ব্যবহারে গুরুত্ব বাড়লে তাতে দখল ও দূষণের প্রবণতাও কমে আসবে। যাত্রীহাউনি থেকে স্কুল পর্যন্ত যাওয়া-আসার পথে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিতে হবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। একই সঙ্গে যাত্রীদুর্ভোগ কমাতে বর্ষা মৌসুমে বাড়তি কিছু পদক্ষেপ নেয়া হলে স্কুলবাস সার্ভিস থেকে অধিকতর সুফল পাবে শিক্ষার্থীরা, এমনটাই আশা করা যায়।